ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসনে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম

শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনে মানববন্ধন করেছে ঝিনাইদহ পৌরসভার বাসিন্দারা। রবিবার (১২ জুলাই) বিকাল ৪টায় শহরের পাগলাকানাই মোড়ে ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির ব্যানারে জলাবদ্ধ এলাকার বাসিন্দারা মানববন্ধন করেন।

তারা মানবববন্ধন থেকে ঝিনাইদহ পৌরসভাকে ৪৮ ঘন্টার আল্টিমেটাম দেন। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, একদিনের বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে ঝিনাইদহ পৌরসভার বেপারিপাড়া, পাগলাকানাই মোড়, উপশহরপাড়া, কাঠালবাগান, কাঞ্চনপুর, মোল্লাপাড়াসহ বিস্তৃর্ণ এলাকা।

দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থা, দীর্ঘদিন সংস্কার না করা ও যত্রতত্র অপরিকল্পিত প্লান পাসের মাধ্যমে অপরিকল্পিত নগর তৈরি এবং এই এলাকার পানি নিষ্কাসনের একমাত্র ডিঙ্গেমারা খালের দখলের কারণে এই অঞ্চলে প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। গতবছরও পৌরসভা কর্তৃপক্ষকে এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ জানালেও তারা কোন সুব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

তারা বলেন, শুক্রবার রাতে একদিনের বৃষ্টিতেই মানুষের ঘরের মধ্যে পানি ঢুকে পড়েছে। ড্রেনের ময়লা পানি বৃষ্টির পানির সাথে মিশে বিস্তর এলাকাজুড়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এই এলাকার বাসিন্দারা পানি বাহিত রোগ ও নোংড়া পানির কারণে জনস্বাস্থ্য নিয়ে আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কোন খোঁজখবর নেয়নি।

তারা বলেন, আমরা প্রতিবছর পৌরসভাকে হোল্ডিং ট্যাক্স সহ বিভিন্ন কর দিচ্ছি পৌরসভাকে কিন্তু পৌরসভা আমাদের উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জলাবদ্ধতা নিরসনে স্থায়ী পদক্ষেপ না নিলে তারা পৌরসভা ঘেরাও করার ঘোষণা দেন মানববন্ধন থেকে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাশার, সহসভাপতি ফকরুদ্দিন মুন্না, আনোয়ার হোসেন, এলাকার বাসিন্দা জিয়া উদ্দিন, ইনজামামুল হক, আসাদুজ্জামান, রইচ উদ্দিন।

এছাড়াও এই কর্মসূচিতে ভুক্তভোগী এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার

লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভকারী জামায়াত নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভকারী জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় গাংনী বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাঠিসোটা নিয়ে প্রকাশ্যে মহড়া দেওয়া ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার না করে, তবে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।” একই সঙ্গে দুপুরে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে দেওয়া কুরুচিপূর্ণ স্লোগান প্রত্যাহারেরও দাবি জানান তিনি।

ঘটনার সূত্রপাত হয় বুধবার দুপুরে গাংনী উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভাকে কেন্দ্র করে।

সভায় উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-ঘনিষ্ঠ কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইনের বিরুদ্ধে ‘ফ্যাসিবাদী আচরণ’-এর অভিযোগ তুলে তাকে সভা থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানান বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। এ সময় সভাকক্ষে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর

সদস্যরা হস্তক্ষেপ করেন। পরে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করে এবং উপস্থিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। এ সময় সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার জন্য সভায় উপস্থিত সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন আসাদুজ্জামান বাবলু।

এর কিছুক্ষণ পর বিকেল চারটার দিকে গাংনী শহরে লাঠিসোটা হাতে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা। মিছিলটি উপজেলা জামায়াত কার্যালয় থেকে বের হয়ে হাসপাতাল বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এ সময় তারা তাদের নেতার ওপর হামলার অভিযোগ তুলে বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান বাবলুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এর প্রতিবাদে সন্ধ্যায় পাল্টা বিক্ষোভ মিছিল করেন আসাদুজ্জামান বাবলুর সমর্থক বিএনপি নেতাকর্মীরা। উভয় পক্ষের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গাংনী শহরে টানটান উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। যে কোনো বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়ালেও প্রশাসন বলছে, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে বিএনপির দেওয়া ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

গাংনীতে সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে প্রশাসনকে আল্টিমেটাম

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপির) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ বলেছেন,

সাকিল আহমাদ বলেন, বাংলাদেশের যতগুলো বড় রাস্তা বাস্তবায়ন হচ্ছে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ তার মধ্যে একটি। রাস্তাটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেলেও গাংনী উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় এক শ মিটার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। যার কারণে, প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ রাস্তাটিতে চলতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তিনি বলেন, রাস্তা নির্মাণের কাজ আটকে থাকলে এই ঠিকাদার কাজটি করতে পারবেনা। পরে ২/৪ বছর এই রাস্তার কাজ করা সম্ভব হবেনা। ফলে এলাকার মানুষের দূর্ভোগ আরও বাড়বে।

তিনি সড়ক বিভাগকে আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, আগামীকাল থেকে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়ে শেষ হতে হবে। এই রাস্তা নির্মাণের মুল সমস্যা তৈরী হয়েছে ইন্টারসেকশন নিয়ে। এই ইন্টারসেকশনের সমাধানও আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে হতে হবে।

তিনি জেলা প্রশাসক ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ করেন ঠিকাদারকে তাগাদা দিয়ে রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য। রাস্তা নির্মাণ কাজ কেউ বাঁধা দিলে জনগনকে সাথে নিয়ে লাঠি নিয়ে দাাঁড়িয়ে থাকা হবে।

তিনি বলেন, কেউ অর্থনৈতিক বা অন্যকোনো সুবিধা নেওয়ার জন্য রাস্তা নির্মাণ বাঁধাগ্রস্থ করতে চাই তাদের আমরা হুশিয়ারী করতে চাই, আপনারা জনগণের বিপক্ষে দাঁড়াবেননা।

তিনি বলেন, যে জণগন ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ভয় পাইনি, সেই জণগন আপনার চোখ রাঙানি কিম্বা হুমকি ভয় পাইনা।

গাংনী পৌর সভার ড্রেন নির্মাণের প্রসঙ্গ টেনে সাকিল আহমাদ বলেন, পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে নির্মাণে আকাঁ বাঁকা সাপের মত করা হচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন “ বাড়ির সামনে ভাঙবোনা দাও টাকা, বাড়ির সামনে ড্রেন নির্মাণ না করে ড্রেন অন্যদিকে চাপিয়ে দেবো দাও টাকা। যারা এসব কাজের সাথে জড়িত তাদের ফিরে আসার অনুরোধ করেন তিনি। তিনি বলেন, আপনারা জণগনের ও এলাকার উন্নয়নের বিপক্ষে দাঁড়াবেননা। আপনারা গাংনীর জণগন ও উন্নয়নের বিপক্ষে দাঁড়ালে প্রতিহত করবে।

তিনি তিনটি দাবী জানিয়ে বলেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকাশ করুন রাস্তার পাশে আপনাদের যে জমিতে অবৈধ স্থাপনা রয়েছে কেনো ভাঙ্গা হয়নি? যেসব অবৈধ স্থাপনা রয়েছে অনতিবিলম্বে তা অপসারণ করতে হবে। আগামীকাল থেকে মুল রাস্তার কাজ শুরু হতে হবে। মুল রাস্তার কাজ

শুরু হলে ইন্টারসেকশনের কাজ শেষ করতে হবে। এখানকার ব্যবসায়ীদের ফিরিয়ে আনতে হবে। কোনো প্রকার অনৈতিক সুবিধা না দিয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ সব ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। সেখানে কেউ বাঁধা দিলে জণগনের সাথে তাঁদের লড়াই বাঁধবে। কেউ ভয় পাবেননা। ভয় পাওয়ার দিন শেষ। এখন পরিবর্তনশীল বাংলাদেশে পরিবর্তণ চাই। কোনো লেজুড়বৃত্তি ও চাঁদাবাজদের ভয় পাবেননা।

উল্লেখ্য, প্রায় সাড়ে ৬ শ কোটি টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে হলেও গাংনী উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় এক শ মিটার রাস্তা নির্মাণ বন্ধ রয়েছে। ফলে এলাকার হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

মেহেরপুরে যুবদল নেতা হত্যার জড়িতদের গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা হত্যার ক্লু উদ্ধার ও আসামিদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিএনপি ও যুবদল।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় টায়ার জালিয়ে এই সমাবেশ করেন তারা।
এসময় কিছুক্ষণের জন্য মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলীর সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা।
এছাড়াও পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচীব এনামুল হক, যুবদল নেতা আব্দুল গাফফারসহ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের

নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তরা বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেনের হত্যার ক্লু উদ্ধার ও ঘাতকদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। যুবদলের নেতা হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারে ২৪ ঘন্টা পার হলে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীরা ঘাতকদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

এসময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এর আগে জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন নিহত যুবদল নেতার মরদেহ দেখে একই দাবী জানান।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর বাঁশবাড়িয়া ওয়ার্ড যুবদল সভাপতি আলমগীর হোসেনের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরপরই এই কর্মসূচি পালন করে বিএনপি ও যুবদল।

দুপুর ১ টার মধ্যে প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগের আল্টিমেটাম

প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানসহ আপিল বিভাগের বিচারপতিদের দুপুর ১টার মধ্যে পদত্যাগের আল্টিমেটাম দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

আজ শনিবার (১০ আগস্ট) সকাল ১১টায় হাইকোর্ট চত্বরে সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এ আল্টিমেটাম দেন।

সকাল সাড়ে ১০টার পর হাইকোর্টের ভেতরে ঢুকে পড়েন তারা। এ সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।

এর আগে, হাইকোট ঘেরাও কর্মসূচি দেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। সকালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম

থেকে এক বার্তায় এ আহ্বান জানানো হয়।

এতে বলা হয়, সবাই দ্রুত ১০টার মধ্যে কার্জন হলের গেটে আসুন, হাইকোর্ট ঘেরাও করা হবে। ফ্যাসিবাদের মদদপুষ্ট ও নানা অপকর্মে জড়িত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সরকারের সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনা না করে ফুল কোর্ট মিটিং ডেকেছেন। পরাজিত শক্তির যেকোনো প্রকার ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না। আইনজীবীরা ইতোমধ্যেই এর প্রতিবাদে জড়ো হয়েছেন। আমরা আগেই প্রধান বিচারপতিকে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছিলাম। ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদেরকে উসকানি দিলে এর ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে। অবিলম্বে বিনা শর্তে প্রধান বিচারপতি পদ থেকে পদত্যাগ করুন এবং ফুল কোর্ট মিটিং বন্ধ করুন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আমরা দেখেছি শত শহীদের রক্তে কেনা স্বাধীনতাকে বানচাল করার জন্য অপশক্তি, পরাজিত শক্তি চেষ্টা করছে। আমরা তাদের প্রতিহত করব, প্রতিরোধ করব। এজন্য সবাই রাজপথে নেমে আসুন।

সূত্র: ইত্তেফাক

দামুড়হুদার দর্শনায় রেলের ৬ দফা দাবিতে আল্টিমেটাম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ঢাকা গামী সুন্দরবন আপ ও চিত্রা ডাউনের যাত্রা বিরতি ২ টি ট্রেন পুনঃচালু করন সহ ৬ দফা দাবিতে ২৭ তারিখ পর্যন্ত আল্টিমেটাম না মানলে ১ মার্চ রেলপথ অবরাধের কর্মসূচি দিয়ে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে দর্শনা রেলবাজার ও মুজিবনগর সড়ক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

লিফলেট অনুষ্ঠানে নেতৃত্বে দেন দর্শনার জন্য আমরা সংগঠনের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনারুল ইসলাম বাবু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ছাত্র নেতা ইমরুল কাইয়ুম, দর্শনা জুয়েলারি সমিতির সাধারণ সম্পাদক অবনী সান্তরা মানা, মো রবিউল আলম বাবু, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল বাসার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাকিম, নাহিদুল ইসলাম আদন, সাব্বির হোসেন ইমন, আব্দুর রহমান রতন, কবিরুল হক লিপু, মিরাজুর রহমান মিরাজ প্রমুখ।